প্রতিশ্রুতি ও প্রত্যাশার পাহাড়
নয়া সরকারের সামনে সবচেয়ে বড় চেলেঞ্জ অর্থ ও কর্মসংস্থান

-জয়ন্ত দেবনাথ

আকাশ পরিমাণ প্রতিশ্রুতি রুপায়নে এই মুহুর্তে রাজ্যের বিজেপি - আই পি এফ টি'র জোট সরকারের সামনে সবচেয়ে বড় চেলেঞ্জ হয়ে দাড়িয়েছে অর্থের যোগান এবং সাত লক্ষাধিক বেকারের কর্মসংস্থান সহ গ্রাম পাহাড়ের মানুষের জন্য শুখা মরশুমে পরিশ্রুত পানীয় জল ও রোগ ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা করা ।

কিন্তু রাজ্যের কোষাগারের যে বেহাল দশা প্রতিশ্রুতি রুপায়নে এক্ষুনেই এই সরকারের পক্ষে দ্রুত বা তাৎক্ষণিক কোন সমস্যার সমাধান করা খুবই কঠিন। কিন্তু খুশির কথা হলো দিল্লীতে স্বদলের শাসন রয়েছে। এবং নয়া দিল্লীর প্রতিটি মন্ত্রী আমলা এরাজ্যের নয়া তরুণ মুখ্যমন্ত্রীর অতি কাছের এবং কম বেশি পরিচিত। তাই গত দেড় মাসের মধ্যে তিন বারের দিল্লী সফরের প্রতিবারই নয়া মুখ্যমন্ত্রী দিল্লী থেকে কিছু না কিছু প্রতিশ্রুতি আদায় করেই রাজ্যে ফিরেছেন। দিল্লী দুই হাত উজাড় করে না দিলে রাজ্যের যা আর্থিক অবস্থা এক্ষুনি বেকার শ্রমিক কৃষকদের জন্য বড় রকমের কিছু করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে একটা বিষয় পরিষ্কার যে, যদি এযাত্রায়ও সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট ফের ক্ষমতায় ফিরে আসতো তাহলে এরাজ্যের মানুষের দুঃখ দুর্দশা বাড়তো বৈ কমতো না। কেননা, স্বদলীয় সরকার দিল্লিতে থাকার কারণে বিজেপি আই পি এফ টি দল যতটা সুবিধা দিল্লির সরকার থেকে পাচ্ছে বাম সরকার ততটা সুবিধা পেতো কিনা এনিয়ে সন্দেহ করা অমূলক নয়। আর তার অন্যতম একটি প্রধান কারণ হলো নয়া মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব যেভাবে ক'দিন পরে পরে দল বেধে দিল্লীতে ছুটে যাচ্ছেন পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী বা তার মন্ত্রী অফিসাররা খুব কম ক্ষেত্রেই এমনটা করতেন। মন্ত্রীরা তো দূরের কথা অফিসারদেরও প্রশাসনিক বৈঠকের বাইরে ঘন ঘন দিল্লী যেতে দেখা যায়নি। তাই প্রসঙ্গত এটা বলাই বাহুল্য যে বাম সরকার টানা ২৫ বছর রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় থাকলেও সরকারি কর্মচারী থেকে শুরু করে শ্রমিক কৃষক বেকার যুবক যুবতী কারোরই প্রত্যাশা সে ভাবে পূরণ করতে পারেনি। সব সময়ই সাধ ও সাধ্যের মধ্যে একটা বিরাট ফারাক লক্ষ্য করা গেছে। লাগামহীন বেকার সমস্যার পাশাপাশি গ্রাম স্তরে দুর্নীতি বৃদ্ধি সহ যে অর্থনৈতিক দৈন্য দশার কারণে বাম সরকার ক্ষমতা চ্যুত হয়েছে বিজেপি আই পি এফ টি জোট সেই বেহাল আর্থিক অবস্থা থেকে

রাজ্যের শাসন ভার হাতে নিয়েছে। তাই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে অবাধ প্রতিশ্রুতি ও পাহাড় প্রমান প্রত্যাশা পূরণ নয়া সরকারের সামনে সবচেয়ে বড় চেলেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দায়িত্বভাব গ্রহনের এক বছরের মধ্যে সরকারী দপ্তর গুলির ৫০ হাজার শূন্যপদ পূরণ কিংবা ঘরে ঘরে কর্মসংস্থান, বিনামূল্যে স্মার্টফোন প্রদানের মতো নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি গুলি পূরণে এখনো কোন ইতিবাচক উদ্যোগ এই সরকার নিতে পারেনি।কিন্তু যারা ২৫ বছরের বাম শাসনকালে নিজেদের বঞ্চিত মনে করেন তাঁদের মধ্যে ইতিমধ্যেই একটা অসহিষ্ণু ভাব দেখা যাচ্ছে। ৫০ হাজার শূন্যপদ পূরণ পত্রিকায় বিজ্ঞাপনটা করে বেরুবে।স্মার্টফোনটা বিনামূল্যে কবে বিলি শুরু হবে। ঘরে ঘরে কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতির কি হলো– এসব নিয়ে গ্রাম পাহাড় এমনকি শহরের বেকার যুবক যুবতীদের মধ্যেও কথা বার্তা প্রায়শই শোনা যাচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী তার মন্ত্রিসভার সদস্যদের ১০০ দিনের কাজের রোড ম্যাপ তৈরী করতে বলেছেন। কোন দপ্তরের রোড ম্যাপে কি কি রয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াতে এনিয়েও নানা রকম চর্চা শুরু হয়ে গেছে।এক কথায় মানুষের মধ্যে প্রত্যাশা গগন চুম্বি। দিন দিন তা বাড়বে বৈ কমবে বলে মনে হচ্ছেনা। কিন্তু মাত্র মাস দেড়েক হয়েছে গত ৯ মার্চ ২০১৮ তারিখ নয়া সরকার দায়িত্বভার গ্রহণ

করেছে। তবে এটা সত্যি যে বিপুল আশা ও আখাঙ্খা নিয়ে এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজ্যের জনগণের স্বপ্ন পূরণ এবং দ্রুত ও সার্বিক উন্নয়নের জন্য সরকার আপ্রান প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে

এটাও সত্য যে নয়া সরকেরকে প্রতিশ্রুতি পূরণে প্রচণ্ড ব্যাগ পেতে হবে। কেননা, এই মুহূর্তে রাজ্য সরকার কম করেও ১১৩৫৫ কোটি টাকা দেনার ফাঁদে আছে।

রাজ্য সরকারের অর্থমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা গত ১৬ মার্চ, ২০১৮ রাজ্যের বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে নিজেই বলেছেন রাজ্যের বর্তমান আর্থিক অবস্থা খুবই সংকটজনক। অর্থমন্ত্রীর মতে বিগত তিন বছর যাবৎ রাজ্যের আর্থিক অবস্থা নিগেটিভ ব্যালান্সের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে। রাজ্যের এই সংকটজনক আর্থিক অবস্থার চিত্র অর্থমন্ত্রী জনগণের সামনে তুলে ধরেছেন। তাতে তিনি যে সব বিষয় গুলি স্পষ্ট ভাবেই তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তা অনেকটা নিম্নরূপ:

রাজ্যের অর্থমন্ত্রীর ভাষ্য অনুযায়ী দেখা গেছে, বিগত কয়েক বছরে রাজ্যের ব্যয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪–১৫ থেকে ২০১৬–১৭ পর্যন্ত রাজ্যের প্রাপ্য অর্থের তুলনায় প্রকৃত ব্যয় বেশি ছিল।

বিগত ৫ বছরে মোট অর্থপ্রাপ্তি ও ব্যয়ের হিসাব

(কোটি টাকার হিসাব)

বিষয়	২০১২-২০১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
মোট প্রাপ্তি	৭৮৮৭.৬৯	৮৭৫৭.২৯	১০০৭৮.০১	১০৮৮৭.৭১	১১১৮১.৯৩
মোট ব্যয়	৭০২৭.৪৯	৭৮২৫.৩৭	১০৫৯০.৯৩	১১৫২৫.৬২	১২৬৯১.৬১

গত ৫ বছরে প্রকৃত অর্থপ্রাপ্তি ও ব্যয় সংশোধিত আনুমানিক ব্যয়ের তুলনায় কম ছিল। অর্থমন্ত্রীর প্রদত্ত সংখ্যা তথ্য থেকে এটা দেখা গেছে যে, পূর্বতন রাজ্য সরকার রিভাইজড এস্টিমেট তৈরির সময় আয় ও ব্যয়ের কোনও বাস্তবসম্মত এস্টিমেট তৈরি করেনি।

বিগত ৫ বছরে রিভাইজড এস্টিমেট ও প্রকৃত ব্যয়ের চিত্র

(কোটি টাকার হিসাব)

বিষয়	২০১২-১৩		২০১৩-১৪		২০১৪-১৫		২০১৫-১৬		২০১৬-১৭	
	রিভাইজড এস্টিমেট	প্রকৃত ব্যয়	রিভাইজড এস্টিমেট	প্রকৃত ব্যয়	রিভাইজড এস্টিমেট	প্রকৃত ব্যয়	রিভাইজড এস্টিমেট	প্রকৃত ব্যয়	রিভাইজড এস্টিমেট	প্রকৃত ব্যয়
মোট প্রাপ্তি	৮৪৭৭	৮১১৯	৯৫৯২	৮৭৫৭	১১৯০৩	১০০৭৮	১২১৯৩	১০৮৮৮	১৪৩৪১	১১১৮২
মোটব্যয়	৮২৮২	৭০২৭	৯৬৪২	৭৮২৫	১২৩৯৯	১০৫৯১	১২৯৯৩	১১৫২৬	১৪৯৪১	১২৬৮৯

তথ্য সূত্র: রাজ্য অর্থ দপ্তর)

উপরোক্ত তথ্য গুলি পর্যালোচনা সাপেক্ষে একটা কথা স্পষ্ট যে, বিগত সরকারের সময় আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি ছিল। তাই বাম সরকার সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করার কথা চিন্তাই করতে পারেনি। সপ্তম সি পি সি কার্যকর করতে মহার্ঘভাতা সহ অন্যান্য ভাতা প্রদানের জন্য বছরে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হবে ১৪৫৯.৫১ কোটি টাকা ।

বিগত ৫ বছরে রাজ্যের নিজস্ব রাজস্ব আদায়ের চিত্র

(কোটি টাকার হিসাব)

বিষয়	২০১৩-১৪ (প্রকৃত)	২০১৪-১৫ (প্রকৃত)	২০১৫-১৬ (প্রকৃত)	২০১৬-১৭ (প্রকৃত)	২০১৭-১৮ ১৫.০৩.২০১৮ পর্যন্ত
কৃষি আয়	০.৮৩	০.২১	০.১১	০.১০	০.০৫
পেশাগত কর	৩৫.০৩	৩৮.৯১	৩৯.৬৭	৪১.৯৬	৩৬.৫০
ভূমি রাজস্ব	৮.০৭	১০.৭৬	৫.৯৭	১৩.৩২	৩.৯৬
স্ট্যাম্প এবং নিবন্ধন ফি	৩৯.২৩	৩৭.৫৬	৪২.৪৯	৪১.৮৩	৩৭.১৬
কৃষি ব্যাতীত স্থাবর সম্পত্তির উপর কর	০.০৩	০.০৬	০.০৪	০.০১	০.০০
রাজ্য এক্সাইজ	১১৫.১৮	১৩৮.৯৬	১৪৩.৫৬	১৬৩.১৯	১৪৩.০৩
সেলস ট্যাক্স, ট্রেড ট্যাক্স ইত্যাদি SGST সহ, IGST বিভাজন এবং ক্ষতিপূরণ	৮৩৭.০৯	৯০৯.৮১	১০৫৮.৪৮	১১১২.৮৯	১০০৫.৯৪
যানবাহনের উপর ট্যাক্স	৩৬.৭৯	৩৬.০৯	৩৭.৬২	৪৩.৬০	৪৬.৫৯
বিদ্যুতের উপর ট্যাক্স	০.০২	০.০৩	০.০২	০.০২	০.০১
পরিসেবার উপর কর	১.৬৪	১.৮৭	৪.২৯	৫.০৯	২.০৯
মোট	১০৭৩.৯১	১১৭৪.২৬	১৩৩২.২৫	১৪২২.০১	১২৭৫.৩৩

(তথ্য সূত্র: রাজ্য অর্থ দপ্তর)

বিগত ৪ বছরে রাজ্যের নিজস্ব কর বহির্ভূত রাজস্ব আদায়ের চিত্র

(কোটি টাকার হিসাব)

বিষয়	২০১৩-১৪ (প্রকৃত)	২০১৪-১৫ (প্রকৃত)	২০১৫-১৬ (প্রকৃত)	২০১৬-১৭ (প্রকৃত)
সুদ প্রাপ্তি	৮৬.৪৭	৪৬.০২	৫৫.২৪	৩৭.০৭
লভ্যাংশ	০.০০	০.৫১	১৩.৪১	০.০৫
পুলিশ	৩৩.৯৫	৩৪.৩৪	৪০.৫	৪৮.০৭
স্টেশনারিজ ও প্রিন্টিং	১.২৯	১.৮৩	১.১৬	১.১০
পূর্ত	৮.৫৪	৮.৯২	৮.১৫	৮.০৮
শিক্ষা,ক্রীড়া,শিল্প ও সংস্কৃতি	১.৩২	১.৪৫	২.৩০	২.২৯
মেডিকেল ও পাবলিক হেলথ	২.৮৪	৩.০০	৬.০১	২.৪২
পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি	৭.৩২	১.৯২	১.৭৬	২.৪৫
আবাসন	১.৮০	১.৮৪	১.৮২	১.৮৫
কৃষি ও পশুপালন	২.৪৮	২.৭৯	৩.৬১	২.৫৯
শিল্প	৫৯.৯১	৬৫.০১	৯৬.৪১	৮০.৩৬
খাদ্য ও জনসংভরণ	০.১৭	০.০৯	০.১১	০.১৩
অন্যান্য কর বহির্ভূত	৪০.৪৩	২৭.৯২	৩২.১২	৩২.৩৯
মোট	২৪৬.৫২	১৯৫.৬৪	২৬২.৬০	২১৮.৮৫

(তথ্য সূত্র: রাজ্য অর্থ দপ্তর)

বিগত ৫ বছরে রাজ্যের পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয়ের চিত্র

(কোটি টাকার হিসাব)

বিবরণ	২০১২-১৩ (প্রকৃত)	২০১৩-১৪ (প্রকৃত)	২০১৪-১৫ (প্রকৃত)	২০১৫-১৬ (প্রকৃত)	২০১৬-১৭ (প্রকৃত)
পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয়	৪৩৩৮.৯১	৪৭৬২.৯৯	৫৭৮৭.৬৩	৬৪৬২.০৯	৭১২৮.৮২
মোট ব্যয়	৭০২৭.০০	৭৮২৫.০০	১০৫৯১.০০	১১৫২৬.০০	১২৬৮৯.০০
মোট ব্যয়ের উপর পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয়ের শতাংশ	৬১.৭৪%	৬০.৮৬%	৫৪.৬৪%	৫৬.০৬%	৫৬.১৮%

(তথ্য সূত্র: রাজ্য অর্থ দপ্তর)

বিগত ৫ বছরে রাজ্যের বেতন ও পেনশন বাবদ ব্যয়ের চিত্র

(কোটি টাকার হিসাব)

বিবরণ	২০১২-১৩ (প্রকৃত)	২০১৩-১৪ (প্রকৃত)	২০১৪-১৫ (প্রকৃত)	২০১৫-১৬ (প্রকৃত)	২০১৬-১৭ (প্রকৃত)	২০১৭-১৮ (রিভাইজড এস্টিমেট)
বেতন বাবদ ব্যয়	২৪৬৭.৯০	২৮৮৮.৬৪	৩৩৪৮.৪৩	৩৮৪৪.৮৫	৪১৩৩.৯৯	৫৬০০.০০
NPRE এর উপরে বেতন ব্যয়%	৬১.৮০%	৬৩.৫০%	৬১.১৪%	৬৪.০৬%	৬২.৬৭%	৬১.৩৯%
পেনশন বাবদ ব্যয়	৬৯৪.১৯	৬৭৭.২৫	৮৩৭.১৮	১০২৫.৩১	১২০৮.৬৭	১৬৪৩.০০
NPRE- এর উপরে পেনশনের ব্যয়%	১৭.৩৮%	১৪.৮৯%	১৫.২৯%	১৭.০৮%	১৮.৩২%	১৮.০১%
বেতন এবং পেনশন মোট ব্যয়	৩১৬২.০৯	৩৫৬৫.৮৯	৪১৮৫.৬১	৪৮৭০.১৬	৫৩৪২.৬৬	৭২৪৩.০০
NPRE-এর উপরে বেতন ও পেনশন এর%	৭৯.১৮%	৭৮.৩৯%	৭৬.৪৩%	৮১.১৪%	৮০.৯৯%	৭৯.৪০%
পরিকল্পনা বহির্ভূত রাজস্ব ব্যয় (এনপিইআর)	৩৯৯৩.৬১	৪৫৪৯.০২	৫৪৭৬.৪৫	৬০০১.৯৫	৬৫৯৬.৫৭	৯১২১.৮১

(তথ্য সূত্র: রাজ্য অর্থ দপ্তর)

রাজ্য সরকারের অধীনে মোট সরকারী কর্মচারী ও পেনশনারদের সংখ্যা

বছর	বিভিন্ন দপ্তরে নিয়মিত রাজ্য সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা	স্ব-শাসিত/ রাজ্য সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় কর্মচারীর সংখ্যা	ফিক্সড পে ডিআরডব্লিউ, কন্টিনজেন্ট	মোট কর্মচারী	সরকারী পেনশনভোগীদের সংখ্যা
২০১৬-১৭	১,১৬,১১২	৮,৩১০	৩৬,৯০৯	১,৬১,৩৩১	৫৬,৪৪১

(তথ্য সূত্র: রাজ্য অর্থ দপ্তর)

নয়া সরকারের অর্থমন্ত্রী রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যে তথ্য ইতিমধ্যেই জন সমুক্ষে এনেছেন তাতে স্পষ্টতই বলা হয়েছে, বিগত রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় অর্থবরাদ্দ সুনিশ্চিত না করেই বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। এ ধরণের অসম্পূর্ণ পরিকল্পনাসমূহের কাজ সম্পূর্ণ করতে যে বকেয়া রয়েছে, নীচের সারণীতে তার চিত্র তুলে ধরা হল।

২০১৮-১৯ অর্থবর্ষের বকেয়া দায়ভারের চিত্র

(কোটি টাকার হিসাব)

বিষয়	পরিমাণ
এসপিএর অধীনে অসম্পূর্ণ প্রকল্প	৩৫১.২০
রাজ্য উন্নয়ন প্রকল্পে অসম্পূর্ণ প্রকল্প	৫১০.৫২
পূর্ত দপ্তর (আরএন্ডবি) কর্তৃক সড়ক মেরামত	১৭৩.৯৫
পূর্ত দপ্তর (আরএন্ডবি) কর্তৃক গৃহীত প্রধান কাজ	৪৬.০৯
অন্যান্য বিভাগের জন্য পিডব্লুডি(আরএন্ডবি) দ্বারা পরিচালিত প্রধান কাজ	৫৬০.১৪
মোট	১৬৪৪.৯০

(তথ্য সূত্র: রাজ্য অর্থ দপ্তর)

এখানে উপস্থিত তথ্যাবলি থেকে এটা স্পষ্ট যে, পূর্বতন রাজ্য সরকার রাজ্যের গভীর আর্থিক সংকটের বিষয়ে জনগণকে আশ্বাস্ত করতে পারেনি এবং সংকটের চিত্র জনসমক্ষে উন্মোচিতও করতে চায়নি। পূর্বতন সরকার বাজেট বরাদ্দ ও খরচের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু যে আকাশ পরিমান প্রতিশ্রুতি প্রদান করে ২৫ বছরের বাম শাসনকে হারিয়ে বিজেপি আই পি এফ টি জোট রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় বসেছে এসব প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন কিভাবে কতটা সম্ভব এনিয়ে প্রশাসনের শীর্ষ মহলকে প্রতিনিয়তই খাবি খাচ্ছে। প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি গুলির বাস্তবায়ন কোন ক্ষেত্রেই অসম্ভব তারা মনে না করলেও মানুষের মধ্যে প্রত্যাশা যে পর্যায়ে তৈরী হয়ে আছে তীব্র অর্থ সঙ্কটের কারণে নয়া সরকারের মুখ্যমন্ত্রী সহ শীর্ষ আধিকারিক মহলের একটি অংশের মধ্যে এনিয়েই যত ভাবনা চিন্তা। একই রকম ভাবে বিজেপি আই পি এফ টির মন্ত্রী বিধায়করাও এনিয়ে খানিকটা চিন্তিত এটা বলাই বাহূল্য।